দৈনিক সংবাদ

৪৩

তারিখ 23 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

'অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা'র দশ বছর

কেবল দেশে নয়, দেশের বাইরেও নাম করেছে এমন যে ক'টা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা'র (এনজিও) নামোল্লেখ করা যায়– গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাক তাদের শীর্ষে। গ্রামের বিত্তহীন ও প্রচলিত ঋণ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে কৃষি ও অকৃষিখাতে ছোট ছোট ঋণ দান করে তাদের 'ক্ষমতায়নে' অবদান রাখার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক খ্যাতি পেয়েছে, তেমনি ব্র্যাক (বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি) নজর কেড়েছে তার অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (এনএফপিআই) কার্যক্রমের জন্য। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রায় আধাআধি গ্রামীণ এলাকায় বিস্তৃত হয়েছে বলে দাবি করা হয়; তেমনি আনন্দের কথা যে, ১৯৮৫ সালে যে 'এনএফপিআই' কার্যক্রম শুরু হয়েছিল তার অধীনে দেশের ৬৪টি জেলায় স্কুলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে ৩০ হাজার। এই স্কুলগুলোতে যারা পাঠদানে নিয়োজিত আছেন তাদের ৯৫ ভাগই নারী। স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ, যার ৭০ ভাগই ছাত্রী। স্মরণ করা যেতে পারে, দেশের বিভিন্ন ব্রান্ডের মৌলবাদী গোষ্ঠী ব্র্যাকের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছিল এবং নানারকম মিথ্যা ও অপপ্রচার চালিয়ে এই কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে নাশকতামূলক কার্যকলাপেও লিপ্ত হয়েছিল। তাদের হীন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি ব্র্যাকের অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ১০ বছরে পদার্পণ করেছে। ব্র্যাক সাংবাদিকদের মানিকগঞ্জে নিয়ে গিয়েছিল এ উপলক্ষে, যেখান থেকে ২২টি স্কুল দিয়ে 'এনএফপিআই'–এর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।

ব্র্যাকের এ কার্যক্রম 'টার্গেট' করেছে গ্রামের সেই দুস্থ ছেলেমেয়েদের, যারা তাদের আর্থিক দুর্দশা এবং সাংসারিক ও অর্থকরী কাজে জড়িত থাকার তাগিদে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যেতে উৎসাহী হয় না; কিংবা গেলেও দ্রুত ঝরে পড়ে হারিয়ে যায়। ব্র্যাকের স্কুলগুলো কেবল অবৈতনিকই নয়, শিক্ষা উপকরণাদিও এখানে বিনাপয়সায় দেয়া হচ্ছে। আঞ্চলিক ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত স্বল্প শিক্ষিত মহিলা পাঠদানকারী দিয়ে মৌলিক কিছু বিষয় 'জীবনঘনিষ্ট' করে লেখা বইয়ের মাধ্যমে পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। ছেলেমেয়েরা যাতে তাদের অভিভাবকদের সংসারে ও মাঠে সাহায্য করেও দিনের একটি সময় বিদ্যালয়ে আসে সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। স্কুল নামের ভীতিকর বিষয়টিকে রূপান্তরিত করেছে আনন্দদায়ক স্থানে। পড়া না পারার জন্য তিরস্কার থেকে শুরু করে দৈহিক প্রহারের মধ্যযুগীয় ধারণা বাতিল করেছে ব্র্যাক। প্রচলিত পরীক্ষা গ্রহণের চেষ্টা থেকেও 'এনএফপিআই' প্রোগ্রাম বিরত। ক্লান্তিকর হোম ওয়ার্ক প্রথাও বাতিল। পড়াশোনার এক ফাঁকে গান–বাজনা ও খেলাধুলার ব্যবস্থাও আছে। শিক্ষকরাও তাতে অংশ নেন বন্ধুর মতো। এভাবে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে যারা বেরোয় তারা দেখা যায় গড়ে সরকারি স্কুলগুলো থেকে বেরুনো ছেলেমেয়েদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা ও উন্নত। অনেকে নাকি সরাসরি পঞ্চম শ্রেণীতেও গিয়ে ভর্তি হচ্ছে। তবে 'এনএফপিআই' থেকে যারা বেরুচ্ছে তাদের একটি বড় অংশ যে খুব বেশিদূর যেতে পারবে না এ চিন্তাও ব্র্যাকের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে আছে। তারা এদের এটা–ওটা করে খাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম হাতের কাজ শেখানোর প্রকল্প শুরু করেছেন; ঋণ দানের ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হচ্ছে।

কথায় বলে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে যদি তোমার 'বিনিয়োগ' পৌঁছে দিতে চাও, তবে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগ দাও। বিদেশীদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ব্র্যাক এই কাজে হাত দিয়েছে এবং সরকার যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে ব্যর্থ সেখানেই তার প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেছে। সরকারের তুলনায় যত ক্ষুদ্র আকারেই হোক, ব্র্যাকের অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বিকল্প ধারা হিসেবে দেশবাসীর মধ্যে কিছুটা হলেও আশা ও আস্থা জাগিয়েছে। আমরা তাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।